আজকের কাগজ

তারিখ ... 22 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

190

বেসরকারি শিক্ষক ধর্মঘট

নিরসনের উদ্যোগ নেই— ৩০ এপ্রিল থেকে সরকারি শিক্ষকরাও ধর্মঘটে যাবেন

- এস. এস. সি পরীক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত
- শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন ২ মে থেকেই পরীক্ষা হবে

অঞ্জন রায় ঃ বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের ধর্মঘটের চতুর্থ দিনে জটিলতা নিরসনের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। অন্যদিকে সরকারি স্কুল শিক্ষকরাও প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করে ঘোষণা দিয়েছেন ২৯ এপ্রিলের মধ্যে তাদের দাবি না মানলে ৩০ এপ্রিল থেকে তারা ধর্মঘটে যাবেন।

এর ফলে ২ মে থেকে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রায় ৭ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থী শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী জমীর উদ্দিন সরকার গতকাল ইউএনবিকে বলেছেন, বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি মানতে হলে সরকারকে আরো ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। এ বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করা সরকারের পক্ষে সম্ভাব নয়। এ সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনের ৫০ ভাগ থেকে ২০ ভাগ বাড়িয়ে ৭০ ভাগ সরকারিভাবে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মন্ত্রী বলেছেন, ২ মে থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। ধর্মঘটী শিক্ষকরা সরকারকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাদের অর্থনৈতিক লাভের কারণে ছাত্রদেরকে বেকায়দায় ফেলবেন না। তারা এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণে বিরত থাকবেন না। মন্ত্রী দাবি করেন ধর্মঘট চললেও ৬০ ভাগ বেসরকারি স্কুল-কলেজে যথারীতি ক্লাস চলছে। অর্থমন্ত্রীর এ সাক্ষাৎকার, ধর্মঘট পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গতকালও গভীর রাত পর্যন্ত জটিলতা নিরসনে সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার খবর পাওয়া যায়নি। তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, সরকার শিক্ষক লিয়াজোঁ কমিটির দাবি-দাওয়াগুলোকে খতিয়ে দেখছেন। সবগুলো দাবি না মানা হলেও কয়েকটি দাবি মেনে নিয়ে নাটকীয় কোনো ঘোষণা আসাও অসম্ভব নয়। সংসদীয় কমিটির সভায় শিক্ষকদের এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছুটা চাপে পড়েছে বলেও সূত্রটি জানিয়েছে। তবে মন্ত্রণালয়ের ভিতরে এসব বিষয় আলোচনা হলেও বাইরে বিরাজ করছে চাপা ভাব।

এদিকে গতকাল রাতে সরকারি শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সেকেন্দার আলী প্রতিনিধি দল নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকারের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাদের সঙ্গে ধর্মঘট নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর আলাপ-আলোচনা হলেও ফলাফল জানা যায়নি। সরকারি শিক্ষকদের মোট সংগঠনের সংখ্যা ৬টি অপর সংগঠনগুলোর কয়েকটি ৩০ এপ্রিল থেকে ধর্মঘটের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। ১৮ এপ্রিল থেকে সারাদেশের ১০ হাজার ২৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ লাখ ১৪ হাজার ৬৩ জন শিক্ষক ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের ৪২ হাজার ৩৫৩ জন কর্মচারিও ধর্মঘটে অংশ নিচ্ছে।

গতকাল রাতে শিক্ষা সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির সচিব কাজী ফারুখ আহমেদ আজকের কাগজকে বলেন, আমাদের ধারণা সরকার কোনো সম্মানজনক নিরসনে আগ্রাহী নয়। এসএসসি পরীক্ষার আগ মুহূর্তে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে কোনো মতেই শিক্ষক সমাজ দায়ী নয়। এর জন্যে তিনি পুরোপুরি শিক্ষামন্ত্রীকেই দায়ী করেছেন।

শিক্ষকদের অবিরাম ধর্মঘটের ফলে সারাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। দেশের কোনো কোনো জেলা বা থানাতেই বেসরকারি স্কুল চলছে না। প্রবেশপত্রের জন্যে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় করছে।

অভিভাবক মহল দাবি করেছে, অচলাবস্থা মিটিয়ে শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সরকারের। দ্রুত তারা অচলাবস্থার নিরসন চেয়েছেন।

গতকাল কেন্দ্রিয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সারাদেশে থানা সদরে শিক্ষক সমাবেশ, মিছিল হয়েছে। ঢাকাতে মোট ৮টি স্থানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।